ছাপাই ছবির কথা
পরাগ রায়

আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে কোন এক আলোচনা সভায় (সম্ভবতঃ ১৯৯৪/৯৫ সালে কলকাতার অকল্যান্ড স্কোয়ারের কাছে কাত্যায়ুন গ্যালারীতে) বাংলার বেশকিছু প্রথম সারির শিল্পী ও শিল্পসমালোচক এক হয়েছিলেন গ্রাফিক্স বা প্রিন্টমেকিং এবং ভারতবর্ষে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবার জন্য। সেই আলোচনার সময় বারবারই কথাবার্তা ঘুরেফিরে আসছিলো একটি কেন্দ্রেই আর তা হল গ্রাফিক্স বিষয়টি এদেশের শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের কাছে আজও তেমন জনপ্রিয় নয়(পেন্টিং বা ভাস্কর্যের তুলনায়)। যে কথাটি ঐ সভায় অনুক্ত থেকে গিয়েছিল, তা হল 'গ্রাফিক্স' বিষয়টি সম্পর্কে প্রাঞ্জল ধারণা এমনকি এদেশের শিল্পী ও শিল্পসমালোচক মহলের অনেকের কাছে আজও স্পষ্ট নয়। বছর পাঁচেক কেটে গেলেও আজ বলতে দ্বিধা নেই যে এই প্রবন্ধে গ্রাফিক্স বিষয়ে একেবারে প্রাথমিক স্তরের কিছু কথা আলোচনা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

প্রথমে আসি এই 'গ্রাফিক্স' শব্দটা সম্পর্কে আলোচনায়। গ্রাফিক্স শব্দটি ইংরাজী। এর আদি উৎপত্তি গ্রীক শব্দ GRAPHIKOS থেকে। এর প্রভাবে সৃষ্ট ল্যাটিন শব্দ GRAPHIKOS যা জন্ম দিয়েছে ইংরাজী GRAPHICS -এর। ' Graphics' এর অর্থ মূলতঃ নক্সা বা রেখাঙ্কন। এর আওতায় তাই আসে এমনকি বিভিন্ন ছাঁদের অক্ষর নির্মাণ এবং বিন্যাসও, যাকে এককথায় Typography বলা হয়ে থাকে। যখন বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনে এই Graphics ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় tentil graphics। আবার অধুনা বিভিন্ন কাজে কম্পুটারের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের নক্সা তৈরী হয়, তাদের Computer Graphics বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন নির্মাণ, প্যাকেজিং প্যাকেজিং পরিকল্পনা থেকে Interior decoration জাতীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চা করে শিল্পের যে শাখা তাকেই Graphics design বলা হয়ে থাকে -- এবং এ বিষয়ে চর্চারত শিল্পীদের Graphics designer বলা হয়। (এই বিষয়টিকে পূর্বে বলা হতো Commercial Art এবং এই Commercial শব্দটি বিভিন্ন প্রকার বিতর্কের সূচনা করতো কেননা শিল্পের যে কোন শাখাতেই পেশাদার শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া নিছক বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই কেবল এই শিল্পের চর্চা করা হয় এ কথা সত্যি নয়। সার্থক একটি Graphics design সৃষ্টি করতে ক্ষুরধার সৃষ্টিশীল মস্তিষ্কের প্রয়োজন অন্যান্য যেকোন শিল্প মাধ্যমের মতোই)। বহুক্ষেত্রে এই Graphics design 'Graphics Art' বা 'Applied Art'ব-লা হয়ে থাকে। পেশাদার অভিজ্ঞ শিল্পী ব্যতিরেকে সাধারণ শিল্পরসিক মানুষের পক্ষে অনেক সময়েই বিভিন্ন 'technical term'এর জালে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Graphics Art এর এই শাখাতে বিজ্ঞাপন রচয়িতাদের মুদ্রণ শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও অবহিত করা হতো এবং হাতে কলমে মুদ্রণের বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হতো। মুদ্রণকৌশলের মাধ্যমে চিত্ররচনার এই ধারাকে সম্ভবতঃ Graphics বলা হতো সে কারণেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে Graphics শব্দটির আবির্ভাব ভ্রান্তিবশতঃ নয়--উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে।

এই প্রবন্ধে 'Graphics'বলে কথিত দৃশ্যকলার যে বিশেষ ধারাটির আলোচনা করতে চলেছি, তাবহুদিন ধরেই উপযুক্ত প্রতিশব্দের খোঁজে ছিল। একদিকে এর চর্চা একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে হয়ে উঠেছিল ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে নিত্য নতুন মুদ্রণ শৈলীর আবির্ভাব, - দুয়ের মাঝে শিল্পকলা জগতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল এবং প্রয়োজন হচ্ছিল একটি স্বতন্ত্র নামের। সমাধান মিললো ১৯৬৫ সালে।PRINT COUNCIL OFAMERICA সৃষ্টিশীল Graphics কে অভিহিত করলেন PRINTMAKING হিসাবে এবং ঐ মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিটি ছবিকে FINEPRINT আখ্যা দেওয়া হল। মজার কথা এই যে ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় অবশেষে এই মাধ্যমটি তার আন্তর্জাতিক নাম খুঁজে পেলেও এই বাংলাদেশে আত্মপরিচয় জুটেছে ১৯২০ সাল নাগাদ - শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর দেওয়া 'ছাপাই ছবি' নামকরণের মাধ্যমে।

এই রচনার বর্তমান পাঠকদের মধ্যে যাঁরা ছাপাই ছবি মাধ্যমটি সম্পর্কে পূর্বে কোনপ্রকার ধারণালাভ করেননি, তাঁরা এই প্রবন্ধ পাঠ কালে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে মুদ্রণ শিল্প বা ছাপাছাপির

সঙ্গে ছবি আঁকার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ছবি তৈরীর অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে এখানেই তফাৎ সৃষ্টি হয় ছাপাই ছবির। আসলে কোন কিছুর ছাপ বা impression নেওয়ার প্রবণতা মানুষের সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই। আলতামিরার গুহাগাত্রে দেয়ালচিত্র রচনার সময় হাতের ছাপ নিয়ে সেই ছাপের ফলে উদ্ভূত বুনোটকে ছবির অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করবার প্রবণতা দেখা যায়। বলা যেতে পারে 'ছাপ' এর চিত্রকলা সম্ভবনার কথা শিল্পীদের অজানা ছিলনা তখনই। ছাপাখানা আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণশৈলী থেকে আহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ছবি নির্মাণের এই যে শিল্প তাকেই Printmaking বা ছাপাই ছবি বলা হয়।

মানুষের সভ্যতা যত এগিয়েছে - যুগে যুগে, তার তালে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে মুদ্রণ পদ্ধতিগুলি। গুহামানবের হাতের ছাপ থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর পর পোড়ামাটির Block তৈরী করে ছাপনেবার চেষ্টা চলে চীনদেশে।অতি ভঙ্গুর এই মাধ্যম না টিকলেও অনতিকাল পর কাঠের Block ছাপ নির্মানের মাধ্যম হিসাবে জনপ্রিয় হলো। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর বিজ্ঞান ও শিল্প (Industry) যখন হাতে হাত মেলালো তখন 'তথ্য' আবিষ্কার, প্রসার ও বন্টন শিল্পায়নে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত হলো। অতি দ্রুত ''সংবাদপত্র'' ও ''বিজ্ঞপন'' জ্ঞান ও বাণিজ্য প্রসারের কাজে নামল এবং নিজেরাই একেকটি স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা পেতে আরম্ভ করলো। বিগত তিনটি শতকে পৃথিবীর আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট যেমন দ্রুত পাথিড্রয়েছে তেমনই ক্রমাগত বদল ঘটেছে মুদ্রণ যন্ত্রের। সনাতন কাঠের ব্লক থেকে জিংকের ধাতব ব্লক, পাথরের উপর তৈরী লিথোগ্রাফি থেকে অফসেট, মুদ্রণশিল্পের বিজ্ঞান একের পর এক মাইলস্টোন ছুঁয়েছে আর প্রতিটি মাধ্যমেই অক্ষর, নক্সা বা অলংকরণের ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে মাধ্যমের আপন বৈশিষ্ট্য গুলি। একটি নতুন মাধ্যম এসেছে আর পূর্বতন মাধ্যমটি হয়ে পড়েছে বাণিজ্যিকভাবে পরিত্যক্ত। কাঠের ব্লক হেরে গিয়েছে বাণিজ্যিক উপযোগিতায় ধাতব ব্লকের কাছে, কারণ হাতে খোদাই ব্লকগুলি প্রস্তুত করতে সময় লাগে আবার ধাতব ব্লক যান্ত্রিকভাবে প্রস্তুত হয় বলে তার Perfection-ও বেশি। পাড়ায় পাড়ায় যে ছাপাখানাগুলি ছিল (Zinc block based letter press) তারা Offset Xerox offset এর সাথে প্রতিযোগিতায় ধুঁকছে। লিথোগ্রাফিক যন্ত্রগুলি দুৎপ্রাপ্য এবং পেলেও জাদুরের সামগ্রী। প্যাকেজিং শিল্পে দাপটে রাজত্ব করছে Silk Screen-Ten tile industryব্যতীত অন্যক্ষেত্রে যার বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশেষ সচেতন ছিলনা পাশ্চাত্য সভ্যতা। এই যে মুদ্রণ শিল্পের বিবর্তন, এর পিছু পিছু হেঁটে চলেছেন ছাপাই ছবির শিল্পীরা। অধিকাংশ সময়েই বাণিজ্যিকভাবে পরিত্যক্ত যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে তাদের আপন বৈশিষ্ট্য গুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা ছবি তৈরী করেন। আর এইভাবে ক্রমশঃই সমৃদ্ধ হয়েছে ছাপাই শিল্পের জগৎটি -- wood cut, wood engraving, zinc or copper plate etching, engraving, aquatint, lithography, silkscreen ও অধুনা Computer ও এই বৈচিত্রময় ভান্ডারের অর্ন্তগত। পৃথিবীর প্রথমসারির শিল্পীদের অধিকাংশই Printmaking বা ছাপাই ছবির জগৎটিকে সমৃদ্ধ করছেন, যেমন রেমব্রাঁ, ড্যুরার, দ্যামিয়ের, গগ্যাঁ, কোলভিৎস, গ্রস, পিকাসো, মাতিস, রোসেনবার্গ, হকনী - এবং আরো অজস্র শিল্পী। জার্মান অভিব্যক্তি বাদ (Expressionism) আন্দোলনটির সিংহভাগ জুড়ে এই ছাপাই শিল্পীদের আধিপত্য। পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের মূল ধারার বাইরে থেকেও অনন্য বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখে ছিলেন প্রাক্ সোভিয়েট ইউনিয়নও ল্যাটিন আমেরিকার ছাপাই শিল্পীরা। যদি পূবের দিকে মুখ ফেরাই তাহলে প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হবেন জাপানী রঙ্গীন কাঠখোদাই শিল্পীরা। হোকসাই হিরোসিগে, উতামারো ও অন্যান্য শিল্পীরা এই ছাপাই রানাটিকে এমন একটি উচচতায় পৌঁছে দিয়েছেন যা পাশ্চাত্যের তথা সমগ্র বিশ্বের আধুনিক শিল্পান্দোলনে প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল।

যদি বিদেশ ছেড়ে আমাদের এই দেশের দিকে চোখ ফেরানো যায় তবে দেখা যাবে প্রথম থেকেই প্রথম সারির শিল্পীরা ''প্রিন্টমেকিং'' কে তাঁদের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। রাজা রবিবর্মার ওলিওগ্রাফ (oleograph) সারা ভারতবর্ষে তাঁর ছবিকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। ১৯২০-র দশকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অনন্য শিশুপাঠ্য ''সহজ পাঠ'' রচনা করেছিলেন তখন শিল্পাচার্য নন্দলাল ঐ বইয়ের অলংকরণের উদ্দেশ্যে লিনোকাঠের সাহায্য নেন। এই অলংকরণ একই সাথে ভারতীয় পুস্তক অলংকরণ এবং ভারতীয় ছাপাই ছবির ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য টনা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিথোগ্রাফির চর্চা করতেন। থবার ব্যঙ্গচিত্রের প্রখ্যাত সিরিজটি এই

লিথো চর্চ্চারই ফসল। ১৯১৫ সালে ঠাকুরবাড়ীতে ''বিচিত্রা'' ক্লাবের পত্তন হয় - স্বল্পস্থায়ী এই ক্লাবের সদস্যদের অনেকেই ছাপাই ছবির চর্চ্চা করতেন। এই ক্লাবের সদস্য শ্রী মুকুল দে'ই সর্বপ্রথম এই ছাপাই ছবি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করতে বিলেত গমন করেন।

পরবর্তীকালে ভারতে যে সকল প্রধান শিল্পী ছাপাইছবির চর্চ্চা করে চলেন নিয়মিত তাঁদের মধ্যে ছিলেন- মুরলীধর টালি, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সইফুদ্দিন আহমেদ, হরেন দাস ও আরও অনেকে। স্বাধীনতার পর ভারতের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ছাপাই ছবি নিয়ে পঠন পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) ও রবীন্দ্রভারতী এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর স্তরে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্নাতোকোত্তর স্তরে ছাপাই ছবি নিয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বরোদা (অধুনা ভাদাদোরা), চণ্ডীগড়, দিল্লী, গোয়া, ব্যাঙ্গালোর, রায়গড়, চেন্নাই, বেনারস, গৌহাটি ও আরো অনেক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাপাই ছবি সংক্রান্ত পঠন পাঠনের সুযোগ আছে। আর্ট কলেজগুলিতে Printmaking চর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশ কিছু শিল্পী স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণা রেড্ডি, সোমনাথ হোড়, লক্ষ্মণগৌড়, অনুপম সুদ, জয়রাম প্যাটেল, কাঁওয়াল কৃষ্ণ, জ্যোতি ভাট, ঠোটা থারানী, রীনী ধুমল, নয়না দালাল, অমিতাভ ব্যানার্জী, তপন ঘোষ, দক্ষিণামুর্তি, লালু সাহু, সনৎ কর, দেবরাজ ডাকেজি, নভজ্যোত আলতাফ প্রমুখ।

আশি ও নববই-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু উজ্জ্বল মুখ দেখা গিয়েছে ছাপাই ছবির জগতে যেমন নির্মলেন্দু দাস, পিনাকী বড়ুয়া, সুরঞ্জন বসু, স্বপন দাস, রমেন্দ্রনাথ কাষ্ঠ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অনিতা চক্রবর্তী, শুক্লা পোদ্দার, লীনা ঘোষ, অতীন বসাক, সোমশংকর রায়, অতুল ভট্টাচার্য, দীপংকর দাশগুপ্ত, সলিল সাহানি, অনুপম চক্রক্রর্তী প্রমুখ। অন্যান্য প্রদেশে এইসময় পাওয়া গিয়েছে দিলীপ তাম্বুলী, অজিত শীল (অসম), সুর্বা ঘোষ, কবিতা নায়ার, কাঞ্চন চন্দর, কৃষন আহুজা, আনন্দময় ব্যানার্জী(দিল্লী), কিরোজেটো ডি-সুজা (গোয়া), ভি. নাগদাস(মধ্যপ্রদেশ), পালানী আপ্পান(চেন্নাই) প্রমুখের মতো প্রধান ছাপাই শিল্পীদের। সবমিলিয়ে একথা এখন বলা যেতেই পারে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রিন্ট মেকাররা এখন বেশ সক্রিয় এবং এই এক ঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পীর সাধনায় ভারতীয় প্রিন্টমেকিং ক্রমশঃ নিজেকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

এবং দুঃখ লাগে এখানেই। নীরবে, বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিজেকে সমৃদ্ধতর করে তোলা শিল্পের এই শাখাটিকে ভারতীয় শিল্পরসিক মহল আজল দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করতে পারেননি। তার বোধহয় অন্যতম কারণ একটি ছাপা ছবিকে প্রাপ্ত হিসাবে স্বীকার করার দ্বন্দ্ব। ছাপাই ছবিতে শিল্পী বিভিন্ন মাধ্যমের ছাপের চরিত্র ব্যবহার করে ছবি প্রস্তুত করেন। ছাপার এই ব্লক তৈরী হয় একটিই (রঙীন ছবিরক্ষেত্রে মাধ্যম বিশেষে একাধিক) এবং তা থেকে শিল্পী স্বহস্তে যে Print নেন তাকে / Artist Proof* বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটিকে প্রিন্টের গায়ে A/P হিসাবেও লেখা হয়। শিল্পী সাধারনতঃ পাঁচ থেকে সর্বাধিক পঁচিশটি A/P নেন এক একটির ছবির। এই সংখ্যা শিল্পীর আপন মর্জির উপর নির্ভর করে। প্রিন্ট নেওয়ার পর শিল্পী পেন্সিল দিয়ে A/P-র সংখ্যা লেখেন এবং স্বাক্ষর করেন। এই প্রতিটি ছাপই শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি বলে গণ্য করা হয়।

ছাপাই ছবিকে মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাহকের শিল্প বলা হয়। তার কারণ এই ছবির দাম সর্বদাই অপেক্ষাকৃত কমহয় পেইন্টিং-এর থেকে। বিষয়টি বুঝিয়ে বলা যাক। মনে করি একজন শিল্পীর একটি পেইন্টিং-এর বাজার মূল্য দশহাজার টাকা। সে ক্ষেত্রে ঐ শিল্পীর একটি ছাপাই ছবি যার দশটি ''ছাপ'' আছে তার দাম হবে এক একটির ''এক হাজার'' টাকা করে। এর ফলে শিল্পীও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না অথচ অনেক সস্তায় দশজন সংগ্রাহক তাঁর ছবি সংগ্রহ করতে পারলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি বিদেশী (ইউরোপীয়, মার্কিন বা জাপানী) ছাত্র, গবেষক ও স্বল্প মাইনের চাকুরেদের কাছে ছাপাই ছবি দামে সস্তা হওয়ার কারণে জনপ্রিয়। কিন্তু আমাদের দেশে যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ক্র মশঃ অভ্যন্তরীন গৃহসজ্জা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, অনেক বেশি সংখ্যায় শিল্প প্রদর্শনী গুলিতে ভীড় জমাচ্ছেন, তখন তাঁদের ছবি

সংগ্রহের অভ্যাস গড়ে তুলতেও সাহায্য করতে পারে ছাপাই ছবি। একথা মানতে বাধা নেই সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আমলা, উকীল, অধ্যাপক, ডাক্তার প্রভৃতি পেশার মানুষজন ইচ্ছা থাকলে এক-দুই হাজার টাকা একটা ছবি সংগ্রহের জন্য খরচ করতেই পারেন। এইভাবে ছাপাই ছবি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা গেলে একই সাথে ছবিকে অনেক বেশি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভারতের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা মনে রাখলে ''ছাপাই ছবি'' সাধারণ মানুষের মধ্যে ''শিল্প'' এবং ''শিল্প সচেতনতা'' প্রসারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারবার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করি।

নৈঃশব্দের পাঠক্রম পত্রিকা থেকে।